

দান

আপনার সুরক্ষা কবচ

নিয়মিত দান করুন। নিঃস্বার্থ দানে সাধ্যমতো নিশ্চিত করুন আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্থতা ও সার্বিক কল্যাণ। থাকুন সব ধরনের আতঙ্ক-অস্থিরতামুক্ত। হোন টেনশনমুক্ত প্রশান্ত জীবনের অধিকারী।

প্রতিটি ধর্মের মৌলিক শিক্ষা দান। উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ, সেইসাথে নিজের ও বালা-মুসিবত-পেরেশানিমুক্তি। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান-গবেষণাগুলোও বলছে একই কথা—অন্যের যতটা, তার চেয়ে বেশি নিজেরই কল্যাণ হয় নিয়মিত দানে।

পৃথিবীব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানী, মনোবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, নিঃস্বার্থভাবে দানের ফলে দেহ-মনে সৃষ্টি হয় এক ধরনের প্রশান্তি, যা দেয় সত্যিকার সুখের অনুভূতি ও আশাবাদ।

নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এটি সবচেয়ে কার্যকর। এতে সুস্থতার সম্ভাবনা বাড়ে। সৃষ্টি হয় নতুন কর্মোদ্দীপনা। সাফল্য আসে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়। পাশাপাশি দানের বরকতে প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয় নিরাপত্তাবোধ।

দান করুন। উপভোগ করুন
সুস্থ সুখী সফল জীবন।

এবারের রমজানে নবীপ্রেম জাগ্রত হোক প্রতিটি অন্তরে

এবারের রমজানে প্রকাশিত হলো ‘হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী’। এ সংকলন নবীজীর (স) পবিত্র বাণীর শাব্দিক অনুবাদ নয়, তাঁর কিছু বাণীর বাংলা মর্মাস্তর। সহজ সাবলীল এই মর্মাস্তর আপনার অন্তরে সৃষ্টি করবে এক অভাবিত অনুরণন। ক্ষণে ক্ষণেই আপনি শিহরিত হবেন আপনার জীবনে এ বাণীর প্রাসঙ্গিকতায়। মনে হবে—যেন আপনাকেই কথাগুলো বলছেন তিনি।

পড়া শুরু করুন যে-কোনো পাতা থেকে। ডুবে যান বাক্যের গভীরে। আপনি পাবেন পথের দিশা। জীবন বাঁক বদলাবে। আপনার উত্তরণ ঘটবে উচ্চতর মানবে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ‘হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী’ সংগ্রহ করুন। যে-কোনো নিয়তে পৌঁছে দিন আপনার পরিচিত পরিমণ্ডলে।



hadith.qm.org.bd



কোয়ান্টাম বুলেটিন

এপ্রিল ২০২১ | quantummethod.org.bd



কোয়ান্টাম প্রকাশনা
ট্রি ডাউনলোড

অপচয়কারী বা ঋণী নয়, দাতা হোন

নবীজীর (স) প্রার্থনা—

হে আল্লাহ! আমি কুফর
(সত্য অস্বীকার) ও ঋণ

থেকে তোমার

আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আবু সাঈদ খুদরী (রা); নাসাঈ শরীফ

অর্থাৎ

সত্য অস্বীকার করে কাফের
হওয়া আর ঋণগ্রস্ত হওয়াকে
নবীজী (স) একইরকম পাপ
বলে গণ্য করেছেন।



‘মাসে মাসে স্যালারি থেকে কিছু টাকা কাটবে (EMI), এ আর এমন কী!’

‘সমস্যা নেই, ডেডলাইন চলে এলে আরেক জায়গা থেকে লোন নিয়ে এটা শোধ করে দেবো।’

‘পছন্দটাই বড় কথা, টাকার ব্যবস্থা কোনো না কোনোভাবে হয়ে যাবে।’

‘এত ভাবনার কী আছে, ক্রেডিট কার্ড আছে না!’

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যারা লালন করেন, গবেষকদের মতে তারাই হন ঋণ ব্যবসায়ীদের সহজ শিকার। কারণ ঋণদাতা সংস্থাগুলোর ব্যবসাই হচ্ছে কিস্তির ফাঁদে ফেলে গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসের পর মাস অতিরিক্ত টাকা আদায় করা। তারা মানুষকে ঋণগ্রস্ত করার (ঋণ দেয়ার) ব্যাপারে যতটা সরব, কিস্তি আদায়ের ব্যাপারে তার চেয়ে বহুগুণ সিদ্ধহস্ত ও নিরব।

ক্রেডিট কার্ড : শুভঙ্করের ফাঁকি

পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও ক্রেডিট কার্ড জনপ্রিয় করার জন্যে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ ক্রেডিট কার্ডধারী একজনের পরিচয় ঋণদাস বৈ আর কিছু নয়!

আর ঋণ সবসময় দেয়া হয় বিলাসী ভোগ্যপণ্য (স্মার্ট টিভি, স্মার্টফোন, এসি, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি) কেনার জন্যে। যাতে সামর্থ্য না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডে তা বাকিতে কেনা যায় এবং কিস্তি শোধ করতে মূল দামের কয়েকগুণ টাকা দিতে হয়। একটি ওয়াশিং মেশিনের দাম যদি হয় ৫০ হাজার টাকা, মিনিমাম এমাউন্ট পে-এবল পলিসিতে ৫%

সুদে এর মূল্য পরিশোধ করতে সময় লাগবে প্রায় ১৮ বছর এবং গুনতে হবে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকা!

ধর্ম কী বলছে?

ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে ওআইসি-র (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন) ২০০০ সালের ফতোয়া হলো—যদি ক্রেডিট কার্ডে সুদ আরোপ করার ব্যবস্থা থাকে, সুদ আরোপ হওয়ার আগেই আসল শোধ করে দিলেও এটা অনুমোদনযোগ্য নয়।

হিন্দু ধর্মে আছে, ইহলোকে উত্তমর্ণের কাছে সকল ঋণ শোধ করার শক্তি দাও। তোমার প্রাসাদে আমায় সকল ঋণ থেকে মুক্ত করো। ঋণ নিমিত্ত নরকপাত থেকে আমায় মুক্ত করো। ... /অর্থবর্ষেদ : শ্লোক ১১৭-১৮-১৯/

বাইবেলে ঋণ নিষিদ্ধ। সেইন্ট অ্যামব্রোস ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে বলেছেন, সুদী ব্যবসা হলো ঋণী ব্যবসা, যা ডাকাতি, এমনকি খুনের সাথে তুলনীয়।

ক্ষুদ্রঋণ : বাড়াচ্ছে ধনী-গরিবের বৈষম্য

মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ যে দারিদ্র্য দূর করতে পারে না, তা প্রমাণিত হয়েছে অসংখ্য গবেষণায়। ১৯৯৭-২০১৩ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ২১.১ কোটি ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতার ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনে ক্ষুদ্রঋণ কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে নি। বরং অপ্রয়োজনীয় খরচের অভ্যাসের কারণে এ ঋণ শোধ করতে নিম্নবিত্ত হয়েছে হতদরিদ্র ও নিঃস্ব।

বাংলাদেশে করোনাকালে ঋণদাতা এনজিওগুলো কিস্তির টাকা আদায় করে ধরে রেখেছে তাদের মুনাফার উর্ধ্বগতি। কিন্তু কিস্তির টাকা জোগাতে দরিদ্র মানুষেরা নিঃস্ব হয়েছে। বাড়াচ্ছে ধনী-গরিব বৈষম্য।

অপচয়কারী বা ঋণী নয়, দাতা হোন

প্রয়োজন আর অভাববোধ এক নয়। প্রয়োজনের সীমা আছে, তা পূরণের উপায়ও আছে। অভাববোধের কোনো সীমা নেই, তা মেটানোর উপায়ও নেই। অভাববোধকে সহজ বাংলায় বলা যায় ‘চোখের ক্ষুধা’, যা প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকে। এর পথ ধরেই আসে অপচয় এবং একপর্যায়ে ঋণ। ব্যক্তিগত ধারকর্য ছাড়িয়ে ব্যাংক ঋণ ও ক্রেডিট কার্ডের ফাঁদে আটকে যায় জীবন।

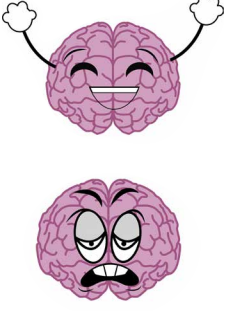
পাশ্চাত্যে ঋণকে তুলনা করা হচ্ছে ক্যান্সারের সাথে। প্রাচীন প্রবাদ মতে, ‘ঋণ হলো সেই চারাগাছ, যার বেড়ে উঠতে বৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই!’ ঋণ ব্যক্তিগত হোক কিংবা জাতিগত, এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সচেতন হোন। অপচয়কারী বা ঋণী নয়, দাতা হোন। ভালো থাকুন।

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; সিএনবিসি, ১৯ মার্চ ২০১৯; ভক্ত ডট কম, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯

সুস্থতা ও সুখের বৈজ্ঞানিক সূত্র দান

দান করুন মস্তিষ্ক হবে ইতিবাচক

দান ও স্বৈচ্ছাসেবার উপকার



সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফিলিপ টবলার ও প্রফেসর আর্নস্ট ফার ২০১৬ সালে ব্যতিক্রমী একটি গবেষণার সূত্রপাত করেন—কেউ যখন অন্যের প্রয়োজনে নিঃস্বার্থ কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার মস্তিষ্কে আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটে কিনা। ৪৮ জন ব্যক্তির ওপর এ পরীক্ষাটি চালানো হয়। দেখা যায়, ভালো খাবার বা অত্যন্ত আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা ঘটলে মস্তিষ্কের যে অংশ উদ্দীপ্ত হয়, সেই একই অংশ উদ্দীপ্ত হয় যখন আমরা দান করি, অসহায় কারো উপকার করি। প্রফেসর টবলারের মতে, ‘প্রতিদিনের জীবনে আপনি আরেকটু বেশি সমমর্মী আচরণ করতে শিখুন, দেখবেন আপনার সুখের পরিমাণ বাড়বে অনেক বেশি।’

দান আপনাকে রাখবে সুস্থ

২০০৬ সালে যৌথভাবে একটি গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর র্যাচেল পিফেরি এবং টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ক্যাথলিন লওলার। তারা দেখেন—যারা নিয়মিত দান করেন, তাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং তারা তুলনামূলক বেশি সুস্থ। কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এলিজাবেথ ডান গবেষণায় দেখেন, যখন কেউ দান করে তার রক্তচাপ হ্রাস পায় উল্লেখযোগ্য হারে। অথচ যখন সে নিজের জন্যে ব্যয় করে, রক্তচাপে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।



সমস্যা মুক্তিতে দান

দানের পরিমাণ যা-ই হোক, তা দাতার ভালো থাকার মাত্রা বাড়াতে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আত্মের সেবায় যিনি দান করেন, তার দৃষ্টি শুধু নিজের সমস্যাগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খায় না। আত্মকেন্দ্রিক নন বলেই তার জগতটা বড় এবং সমস্যা তুলনামূলক কম।

দীর্ঘজীবনের জন্যে দান

যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব হেলথ সাইকোলজি-র রিপোর্ট অনুসারে, দাতারা দীর্ঘায়ু হন। নিয়মিত অন্যের উপকার করতে পেরে যে ভালো লাগা সৃষ্টি হয় তা ছড়িয়ে পড়ে দেহ-মনে। রক্তে ‘হ্যাপিনেস কেমিক্যাল’ যেমন : ডোপামিন, এডোরফিন, অক্সিটোসিনের প্রবাহ বাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই দাতার মনে দৃষ্টি হতাশা ভয়-আতঙ্ক খুব একটা সুবিধা করতে পারে না।



অন্যের জন্যে ব্যয় করলে আসে দীর্ঘস্থায়ী সুখ

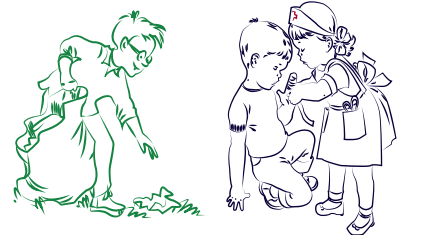
হ্যাপি মানি : দ্য সায়েন্স অব হ্যাপিয়ার স্পেন্ডিং বইয়ের লেখক মাইকেল নরটনের মতে, ‘নতুন জুতো, জামা, গাড়ি, বাড়ি কেনার আনন্দ যতই অতুলনীয় হোক তা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।’ নিজের জন্যে ব্যয় করাটা সুখের, তবে এ সুখ স্থায়ী হয় না। অন্যদিকে একই অর্থ যখন আমরা অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় করি বা দান করি, তখন যে সুখের সৃষ্টি হয় তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি। যত বার নিঃস্বার্থ সেই ব্যয়ের কথা আমরা স্মরণ করি—একটা ভালো লাগা কাজ করে।



জানুন আপনার দানের অর্থের পরিণতি

দানের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো, দানের অর্থ কোথায় কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তা জানা। এ নিয়েও দীর্ঘ গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল নরটন। তার মতে, দানের অর্থ কীভাবে মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন হচ্ছে, এ বিষয়ে দাতার সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে দানের তৃপ্তি বহুগুণে বেড়ে যায়।

- দান ও স্বৈচ্ছাসেবার মধ্য দিয়ে চারপাশের মানুষের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। একাকিত্বের অনুভূতি কমে।
- বিপদে-আপদে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর ফলে দাতার আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- দানের অভ্যাস ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞ ও ইতিবাচক হতে শেখায়। দূর্দশাগ্রস্ত মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ার ফলে তিনি জানেন, সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। তাই অভিযোগপ্রবণ না হয়ে যা আছে তা নিয়েই এগোতে হবে।
- যারা নিয়মিত দান করেন তাদের কাছে বেঁচে থাকাটা অনেক অর্থবহ।
- দাতারা দীর্ঘায়ু হন। তাদের স্ট্রেস ও বিষণ্ণতা কম। গড়পড়তা মানুষের তুলনায় তারা সুস্থ থাকেন।
- আলঝেইমার্স রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। এ ধরনের কাজের তৃপ্তি মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়, যা মস্তিষ্কে কর্মক্ষম রাখে দীর্ঘদিন।
- দান ও স্বৈচ্ছাসেবায় যারা নিবেদিত, তারা ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলোও সহজে সমাধান করতে পারেন। কারণ প্রতিকূল নানা পরিস্থিতিতে কাজ করার ফলে সমস্যা সমাধানের সহজাত দক্ষতা গড়ে ওঠে স্বৈচ্ছাসেবীদের মধ্যে।
- মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ ঘটে বেশি। নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।
- নিয়মিত দান মানুষকে বিনয়ী ও সমমর্মী করে। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো মজবুত হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়।



তথ্যসূত্র : মেডিকেল নিউজ টুডে, ১৬ জুলাই ২০১৭
টাইম ম্যাগাজিন, ১৪ জুলাই ২০১৭
রয়টার্স, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫





জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ কুচকাওয়াজে কোয়ান্টামদের সালাম গ্রহণ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২৬ মার্চ ২০১৯। এ প্রতিযোগিতায় টানা পাঁচ বার প্রথম হয় কোয়ান্টারা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে শিক্ষা ও নৈতিকতার আলোয় বেড়ে উঠছে আড়াই সহস্রাধিক কোয়ান্টা। বুয়েট, সরকারি মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ৯৭ জন কোয়ান্টা। ক্রীড়ানৈপুণ্যে এ পর্যন্ত টানা চতুর্থ বারের মতো দেশসেরা হয়েছে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সার্বজনীন দাফনসেবা

করোনা দাফন

১০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত

২,৬৪১
দাফন

৩০
৪২৪
সৎকার

২১
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

২৮
সমাধি



২০০৪ সালে শুরু হয় কোয়ান্টাম দাফনসেবা কার্যক্রম। ২০২০-এ করোনাকালে এর বিস্তৃতি ঘটে সারাদেশে। এই ধারাবাহিকতায় কার্যক্রমটি সার্বজনীন দাফনসেবায় রূপ নেয়। করোনা শহিদসহ ৪,১৮৩ জন মৃতের দাফন/সৎকার সম্পন্ন করেছে কোয়ান্টাম।



বান্দরবান

বান্দরবানের রাজবিলায় চক্ষুসেবা প্রদান ও ছানি অপারেশন করা হয়েছে ৭,৮৩৮ জনের

আরো কিছু সেবামূলক কার্যক্রম

বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন

৪,০০,৯৬৮ জন

সুনতে খতনা করা হয়েছে

২,১২,১৩৬ জনকে

বন্ধকী ঋণমুক্ত হয়েছে

২,৫২৭ জন

বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে

৮,০০,৯৯৮টি

আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন

১১,৯০৩ জন

টিউবওয়েল/ হাঁদারা/ পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে

৪০১টি

গর্ভধারণের সময় থেকে সন্তান জন্মদান পরবর্তী ৪০ দিন—সার্বিক সেবা প্রদান করে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম। এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৯,১৩৮।



চট্টগ্রাম

আপনার নিঃস্বার্থ দানে বদলে যাচ্ছে ওদের জীবন



যশোর

সারাদেশে ১,২৬৫ জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়েছে। ঢাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের স্কুল ‘রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ’ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বের পাশাপাশি এ পর্যন্ত এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১,৪৩৯ জন শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।



চট্টগ্রাম

২০২০ সালে ১৬টি পরিবারসহ এ পর্যন্ত গৃহনির্মাণ করে দেয়া হয়েছে ৩,০০৯টি পরিবারকে।



বান্দরবান

আশ্রয়মন্ডের ৫৭ জন প্রবীণ সেবার্থীর একাংশ



ঢাকার মিরপুরে প্রতি রবিবার অনুষ্ঠিত হয় গৃহকর্মী চিকিৎসাসেবা। ২০১৭ সাল থেকে ৩,৫৮০ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অর্ধেক দামে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কাজ শুরু করে ১৯৯৮ সালে। কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, চিকিৎসাসেবা, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, মাতৃমঙ্গল, খতনা কার্যক্রম, আশ্রয়মন্ড, চক্ষুসেবা—এ কার্যক্রমগুলো স্বল্প পরিসর থেকে বিস্তৃত হয়েছে সারাদেশে; যা সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য-শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থ দানের ফলে। সৃষ্টির সেবার কিছু কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা হলো।



২৩ জুলাই ২০১৯ কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে সম্মাননা জানায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সম্মাননা গ্রহণ করছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।
মোট রক্ত সরবরাহ : ১২,৭৫,৭৬৯ ইউনিট
মোট রক্তদাতা : ৪,০৯,২২৬ জন



কুমিল্লা

স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৩৫ জন। এ-ছাড়া সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৫৬২ জন ও মেশিন বিতরণ করা হয়েছে ৪৬৮ জনকে।



বরিশাল

এ পর্যন্ত সিএনজি/ অটো রিকশা/ ভ্যান গাড়ি কিনে দেয়া হয়েছে ৪৬ জনকে; যারা এখন স্বাবলম্বী। তাদেরই একজন বরিশালের জাহাঙ্গীর।

বঞ্চিত জনপদে প্রবীণসেবা



ইসলাম বানু



রাবেয়া বেগম



সুলতান আহমেদ



সুরুজ মিয়া



সালমা বেগম

কোয়ান্টাম লামায় ২০২০ সালে এ কার্যক্রমটির সূচনা। তালিকাভুক্ত প্রবীণদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিন বেলা খাবার, প্রতিদিনের যত্নায়ন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বর্তমানে ১৪ জন প্রবীণকে দেখভাল করা হচ্ছে।

আসুন শুধরে নিই

গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো সুযোগ
আনুকূল্য সমীহ বা বস্তুগত
প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যে দান করা
হয়, তা নষ্ট দান।

সালামি বা বকশিশ/ টিপস
দান নয়, এগুলো সেবার প্রতিদান।

দান করে গ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া,
অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শোষণ করা
দানের বরকত নষ্ট করে।

যে দান লোক-দেখানো, যা
মানুষের প্রশংসা/ বাহবা
কুড়ানোর জন্যে বা স্বার্থ
হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়,
তা সৎদান নয়।

আমার টাকা আমি ইচ্ছেমতো দান
করতে পারি। দান করা বা
না করার ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন।



যে-কোনো একটা জায়গায় দান করলেই তো হলো!
আমার সামান্য দানে সমাজ কতটুকুই-বা বদলাবে?

দান করবে ধনীরা। আমি তো এখনো
দান করার মতো ধনী হই নি। আমি
কীভাবে দান করব?

দান শুধু ধনীদের জন্যে নয়। বরং নিজ নিজ সামর্থ্য
অনুযায়ী ধনী-গরিব সবার জন্যেই। প্রতিটি শাস্ত্রত
ধর্মের শিক্ষা হলো, সচ্ছল অবস্থায় যেমন দান
করতে হবে, তেমনি অসচ্ছল অবস্থাতেও দান
করতে হবে।

আমার সামর্থ্য তো খুব কম। এই
সামান্য দানে সমাজের কতটুকু
উপকার হবে?

কোনো কাজ, কোনো উদ্যোগ, কোনো দানই
সামান্য নয়। অগণিত মানুষের সামান্য প্রচেষ্টা
জড়ো হয়েই সমাজ বদলায়, জাতি এগিয়ে যায়।
আবার অনেক মানুষের সামান্য অপচয়, সামান্য
অনৈতিকতা মিলেই ঘটে জাতিগত পতন। তাই
আজ দানের সামর্থ্য কম বলে হীনম্মন্যতায় ভোগার
প্রয়োজন নেই। যার সদিচ্ছা থাকে, দিন দিন তার
সামর্থ্যও বাড়তে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস
পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখি, যুগে যুগে
সবচেয়ে ধনীরা কিন্তু সমাজের বাঁকবদল ঘটান নি;
বরং কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষেরাই যখন
সীমিত সামর্থ্য ও উপকরণ একত্রিত করে
দুঃস্থ-অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। সমাজে
এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন।

অন্য কাউকে কিছু দিলে আমি
কীভাবে প্রাচুর্যবান হবো? এটা কি
যুক্তিবিরুদ্ধ কথা নয়?

এটি যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। প্রকৃতিবিরুদ্ধও নয়। প্রকৃতির
নিয়মই হচ্ছে, যখন কোথাও শূন্যতা সৃষ্টি হয় তখন
চারদিক থেকে সে জিনিস এসে শূন্যতা পূরণের
চেষ্টা করে। যেমন, বাতাস যখন হঠাৎ গরম হয়ে
ওপরের দিকে উঠে যায়, সে ফাঁকা স্থান পূরণের
জন্যে চারদিক থেকে বাতাস আসতে থাকে।
বাতাসের বেগ বাড়তে থাকে। বাড় সৃষ্টি হয়।
বাজার অর্থনীতির নিয়মও হচ্ছে, কোনো সামগ্রীর
অভাব সৃষ্টি হলে বিক্রেতারা সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।
ফলে চারদিক থেকে তা আসতে শুরু করে।
একইভাবে দান করলে আসে আর্থিক সমৃদ্ধি।

আমি প্রায় প্রতিদিনই পথ চলতে ভিক্ষুককে দান করি।
এটা কি সৎদানের মধ্যে পড়ে?

আমরা যাদের ভিক্ষুক মনে করি, তারা আসলে পেশাদার ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি এখন একটা ব্যবসা। এমন
কোনো নজির নেই যে, কোনো ভিক্ষুক স্বাবলম্বী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে।
নবীজী (স) ভিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন। প্রতিটি ধর্মেই দানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে কথা
বলা হয়েছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত ভিক্ষাবৃত্তি কোনোভাবেই তার আওতায় পড়ে না। দান ও যাকাতের
উদ্দেশ্য হলো মানুষের দুর্দশা মোচন করা এবং তাকে স্বাবলম্বী করা। অথচ আপনি যদি সচেতনভাবে খেয়াল
করেন, দেখবেন বছরের পর বছর একই জায়গায় একই লোক ভিক্ষা করছে। অর্থাৎ সহজে উপার্জনের একটি
মাধ্যম হলো ভিক্ষাবৃত্তি। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, ভিক্ষাবৃত্তি হলো বিনা
পুঁজিতে ব্যবসা। বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ ভিক্ষুক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করে (২২ ডিসেম্বর
২০১৮)। ভিক্ষুককে প্রতিদিন অর্থদান করে আপনি মূলত সমাজে পরগাছা তৈরিতেই সাহায্য করছেন। অতএব
নিজেই ভেবে দেখুন—এটি সৎদান হচ্ছে কিনা।

নিঃস্বার্থে দিন, তাহলেই আসবে

আপনি যা পেতে চান, তা-ই আগে আপনাকে দিতে হবে। অর্থ চাইলে অর্থ দান করতে হবে।
সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান করতে হবে। হাসিমুখ দেখতে চাইলে আগে নিজেকে হাসতে
হবে। যা দান করবেন প্রাকৃতিক নিয়মেই তা বহুগুণে আবার ফিরে আসবে আপনার কাছে।
দানের এ প্রতিদান সার্বজনীন, ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে সবার জন্যে।

প্রাকৃতিক নিয়মে বাতাসের শূন্যতা যেভাবে ঝড় সৃষ্টি করে, তেমনি সাফল্যের কোয়াণ্টাম সূত্র
অনুসারে দানও আপনার প্রাচুর্যের প্লাবন সৃষ্টি করে। যত বিলিয়ে দেবেন তত সে শূন্যস্থান পূরণের
জন্যে চারপাশ থেকে সৌভাগ্য আপনার দিকে আসতে থাকবে। যত যক্ষের মতো আঁকড়ে
রাখবেন তত অভাববোধ, নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়-আতঙ্ক বাড়তে থাকবে।



ধর্মবাণীতে দান

আল্লাহ-সচেতনদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ-সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ নিয়মিত দান করে)। ২ : ৩

ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্তি

দানের কথা প্রচার না করে যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পত্তি ব্যয় করে এবং গ্রহীতাকে কোনো কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার প্রতিপালকের কাছে জমা থাকবে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না। তারা দুঃখিতও হবে না। ২ : ২৬২

পাপমোচন ও ক্ষমা

তোমরা প্রকাশ্যে দান করলে তা-ও ভালো। আর যদি গোপনে অভাবীকে দাও, তা আরো ভালো। দানের কারণে তোমাদের অনেক পাপমোচন হবে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। ২ : ২৭১

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও (সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করো)। তিনি এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন আর তোমাদের ক্ষমা করবেন। ৬৪ : ১৭

সময় থাকতে দান

আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, সময় থাকতেই তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে একথা বলতে না হয়, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি দান করে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হই।’ কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। ৬৩ : ১০-১১



সাফল্যের সরলপথ

কেউ যদি দান করে, আল্লাহ-সচেতন হয় এবং ভালো ও কল্যাণকর বিষয়গুলোকে জীবনের সত্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে আমি সাফল্যের সরলপথে চলাকে তার জন্যে সহজ করে দেবো। ৯২ : ৫-৭

প্রিয় জিনিস থেকে দান

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। ৩ : ৯২

দান নিজেরই কল্যাণে

(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না। ২ : ২৭২

হে বিশ্বাসীগণ! তাই যথাসম্ভব আল্লাহ-সচেতন থেকে। তাঁর সত্যবাণী শোনো ও অনুসরণ করো এবং নিজের কল্যাণার্থেই দান করো। যাদের অন্তর কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ৬৪ : ১৬

দানে প্রবৃদ্ধি বহুগুণ

আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে শুদ্ধচিত্তে (যাকাত হিসেবেও) যা দান করো, তা-ই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ৩০ : ৩৯

বেদ

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। ঋগ্বেদ : ৬.৭৫.৯

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব। ঋগ্বেদ : ১.১২৫.৬

এসো প্রভুর সেবক হই! গরিব ও অভাবীদের দান করি। ঋগ্বেদ : ১.১৫.৮



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্থান কাল বিবেচনা করে কোনো প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত পাত্র প্রদত্ত দান সাত্ত্বিক বা উত্তম দান। প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রদত্ত দানকে রাজসিক দান বলা হয়। অযোগ্য পাত্র অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তা হচ্ছে তামসিক। শ্রদ্ধাশ্রয়বিভাগযোগ : ২০-২২



বাইবেল

যখন দান করো গোপনে দান করো। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। মথি ৬ : ৩-৪

অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। রোমীয় ১২ : ৯-১৩

সার্থক তাদের জীবন যারা দানশীল, কারণ তারা দয়া পাবে। সার্থক তাদের জীবন যাদের অন্তর নির্মল, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে। মথি ৫:৬-৮

বুদ্ধবাণী

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। স্বার্থপরতার কালিমা তাকে বশীভূত করতে পারত না। তার মনের গভীরে নীচতার কালিমা প্রবেশ করতে পারত না। ইতিবৃত্তক : ২৬

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে। ইতিবৃত্তক : ২৬



রমজানে অনুসরণ করুন নবীজীকে (স)

দান ও সমর্মিতায় গড়ুন সার্থক জীবন

রমজান বা রামাদান শব্দটির উৎপত্তি আরবি ‘আর-রামদ’ থেকে। এর আভিধানিক অর্থ দহন, জ্বালানো বা পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলা। রোজা পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ দেহ-মনের টক্কিন ও যাবতীয় ক্রটিসমূহ যেন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে, সেই সুযোগ করে দিতেই মহিমান্বিত মাস ‘রমজান’।

রমজানে দান

নবীজী (স) ছিলেন সবার চেয়ে বেশি দানশীল এবং তা আরো বেড়ে যেত রমজানে। এসময় উদারতায় তিনি দ্রুতবেগে বয়ে চলা বাতাসকেও ছাড়িয়ে যেতেন। – আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা); বোখারী

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করলে সেই সাদাকা বা দান গ্রহীতার হাতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। – তাবারানী

পানি যেভাবে আগুনকে নিভিয়ে ফেলে, দানও তেমনি পাপমোচন করে। – আনাস ইবনে মালেক (রা), মুয়াজ ইবনে জাবল (রা); তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চেয়ে উত্তম। – হাকিম ইবনে হিজাম (রা), আবু হুরায়রা (রা); বোখারী, নাসাঈ

সমর্মিতা, সদাচরণ ও রমজান

রসুল (স) বলেছেন, ‘সবকিছুর জন্যেই যাকাত (শুদ্ধি প্রক্রিয়া) রয়েছে। শরীরের যাকাত হচ্ছে রোজা।’

– আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ

অর্থাৎ এ মাসটি হলো সংযমের মাস, দেহ-মনে শুদ্ধ হয়ে ওঠার মাস। রহমতের এ মাস দয়া ও ক্ষমার অনুশীলনের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। মাগফেরাতের এ মাসে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও চারপাশের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করুন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে সালাম বিনিময় করুন, তাদের খোঁজখবর নিন।

‘কোনো ভালো কাজকেই ছোট মনে করো না। ভাই বা বন্ধুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানো সদাচরণেরই অংশ। যত ছোটই হোক, যে-কোনো সহযোগিতাই ভালো কাজ।’

– আবু যর গিফারী (রা); মুসলিম

‘যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ো; যে তোমার প্রতি অবিচার করে, তাকে ক্ষমা করো।’ – মুসলিম

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘রোজা আমারই জন্যে এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো।’

– বোখারী ও মুসলিম

মানুষের প্রত্যেকটি সৎকর্মের নেকি আল্লাহ গুণিতক করেন।

১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি দান করেন। আর রোজার নেকি আল্লাহ নিজে দেবেন, কোনো সীমা ছাড়া, তাঁর ইচ্ছানুসারে।

– আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

তাই আসুন, এ মাসটিতে বেশি বেশি দান ও সজ্জবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ে সচেষ্ট হই। সমর্মিতা, আত্মশুদ্ধি ও সৃষ্টির সেবায় লীন হই।

কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে সজ্জবদ্ধভাবে শরিক হোন

রমজানের সঙ্গে যাকাত ও দানের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা বা প্রবৃদ্ধি দান করা। ইসলামের বিধান অনুসারে, নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সমমানের নগদ অর্থ এক চান্দ্র বছর জমা থাকলে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ।

যাকাত নিজ ইচ্ছামতো দিলে আদায় হবে না। নির্ধারিত অংশটি শরিয়তসম্মতভাবে আদায় না করলে পুরো সম্পদই মুমিনের জন্যে হারাম হয়ে যায়। তাই জানা প্রয়োজন আল্লাহ নির্ধারিত যাকাতের আটটি খাত :

যাকাত তো শুধু (এক) দরিদ্র, (দুই) অক্ষম, (তিন) যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী, (চার) যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, (পাঁচ) মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, (ছয়) ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, (সাত) আল্লাহর পথে (জনকল্যাণমূলক কাজ, ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে) এবং (আট) মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। (যাকাতের অর্থ ব্যয়ে) এটাই আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। – সূরা তওবা : ৬০

যাকাত আদায় যেমন ফরজ তেমনি সজ্জবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। যাকাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচ্ছল আর সামগ্রিক অর্থনীতিকে গতিময় করে তোলা। তাই যাকাতের অর্থ একসঙ্গে জমা করে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। এ কাজটিই করছে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম। আপনিও শরিক হোন।

Zakat
Calculator
Android App



স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহের পর একবছর ধরে যদি আপনার কাছে সাড়ে ৩২ হাজার টাকা (রূপার বর্তমান বাজার মূল্য হিসাবে) জমা থাকে, তাহলে আপনি একজন যাকাতদাতা। আপনার যাকাত হিসাবে যাকাত ক্যালকুলেটর অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন।

আপনিও এগিয়ে আসুন

আপনার যাকাতযোগ্য সম্পদের একটি অংশ বা পুরোটা কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে দান করতে পারেন। আপনার যাকাতের অর্থ দান করতে যোগাযোগ করুন :

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

কোয়ান্টাম বুলেটিন : এপ্রিল ২০২১ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ডি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 222221441, 222225756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd